চতুর্বর্গের অন্তর্গত চারটি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে। তার কারণ মানুষকে মোক্ষের অভিমুখী করে তোলাই অন্যান্য পুরুষার্থগুলির উদ্দেশ্য। মোক্ষ লাভের মধ্যে ধর্ম, অর্থ ও কাম পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে। এইদিক থেকে বিচার করে শাস্ত্রকাররা মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলেছেন। একমাত্র মোক্ষই একটি পুরুষার্থ যা নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান।

মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলার অপর একটি কারণও আছে। আমরা জানি যে প্রতিটি পুরুষার্থই সুখপ্রাপ্তির সঙ্গে যুক্ত। তবুও একথা সত্য যে ধর্ম, অর্থ ও কাম সাক্ষাৎ সুখ নয়, সুখের হেতু। কিন্তু মোক্ষ সাক্ষাৎ সুখস্বরূপ। এইজন্য মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়। 'পরম' শব্দের অর্থ 'নিরতিশয়' অর্থাৎ যার অধিক সুখ হয় না এবং যার কখনও ক্ষয় হয় না। মোক্ষ যেহেতু সর্বোত্তম এবং অক্ষয় সুখস্বরূপ তাই মোক্ষ পরম পুরুষার্থ।

মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলার দ্বিতীয় কারণ এই যে এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'ন চ পুণরাবর্ততে'। শ্রুতিবাক্যটির অর্থ এই যে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মুক্ত জীবের বারবার শরীর গ্রহণের জন্য জন্ম-মরণরূপ সংসার প্রাপ্তি হয় না। সুতরাং শ্রুতির দ্বারা মোক্ষের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়।

ধর্ম, অর্থ ও কাম — এই তিনটি পুরুষার্থ নিত্য নয় — এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও শ্রুতি এই দু'প্রকার প্রমাণ আছে। অর্থ এবং কাম পুরুষের সুখজনক এ বিষয়ে সংশয় নেই; কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্য যে এ দুটি পুরুষার্থের দ্বারা যা উৎপন্ন হয় তা বিনাশশীল। আত্মাই একমাত্র অবিনাশী এবং আত্মা থেকে ভিন্ন অন্য সমস্তই যে বিনাশী এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে।

ধর্মের অনিত্যত্ব সম্বন্ধেও প্রমাণ আছে। ধর্মাচরণের দ্বারা পুণ্যরূপ যে অদৃষ্ট বা অপূর্ব উৎপন্ন হয় তার ফলে মরণোত্তর স্বর্গাদি সুখের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ধর্মাচরণও একপ্রকার কর্ম এবং কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত ফল যে অনিত্য হয় একথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ — যেমন, কৃষিকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত শস্য অথবা রাজসেবা দ্বারা প্রাপ্ত ধন উপভোগের দ্বারা ক্ষীণ হয়। একইভাবে পুণ্য কর্মের দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলেরও ক্ষয় হয়। অর্থ ও কামের সঙ্গে ধর্মের ফলও যে অনিত্য এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে। যেমন 'তদ্ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামূত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে', অর্থাৎ ইহলোকে কর্মের দ্বারা অর্জিত ধনসম্পদ যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়,

Scanned with CamScanner

সেই রকম পরলোকে পুণ্যকর্মের দ্বারা প্রাপ্ত স্বর্গাদি ফলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অতএব অর্থ ও কামের মত ধর্মও অনিত্য। উল্লিখিত শ্রুতিতে অবশ্য ধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত ফলের অনিত্যত্ব সাধিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মের নাশ না হলে ধর্মফলের নাশ হয় না। সেইজন্য শ্রুতির দ্বারা ধর্মফলের ন্যায় ধর্মেরও নাশ সূচিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে। এই শ্রুতির দ্বারা পরোক্ষভাবে ধর্মের নাশ বা অনিত্যত্ব প্রাতপাদিত হয়েছে। কিন্তু কোন কোন শ্রুতি সাক্ষাৎভাবে ধর্মের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করে। যেমন 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' — এই শ্রুতিবাক্য সাক্ষাৎভাবে ধর্মের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করে। চারটি পুরুষার্থের মধ্যে একমাত্র মোক্ষই যেহেতু নিত্য ও সুখস্বরূপ তাই মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে।

মোক্ষ যে মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তিদান করে এ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকরা একমত। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? — এই জিজ্ঞাসা থেকেই ভারতীয় দর্শনের জন্ম হয়েছে। মোক্ষ সেই জিজ্ঞাসার উত্তর। যে ব্যক্তি সমস্ত জীবনে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত ছিলেন, যিনি সংসার যাপন করেছিলেন, যিনি ধর্মাচরণে ব্যাপৃত ছিলেন তিনিই জীবনের শেষ পর্যায়ে বৈরাগ্য ও অনাসক্তি যোগ অভ্যাস করেন। এই অনাসক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত করায় ধর্ম। আমরা জানি ধর্মের অনুশাসনের একটি সামাজিক তাৎপর্য আছে। সমাজ রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে ধর্ম মানুষের কাম ও অর্থলিপ্সাকে সংযত করে। এই সংযম মানুষকে মোক্ষের পথে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত করে।

অনেকে মনে করেন যে ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ সমপর্যায়ের নয়। ত্রিবর্গ মানুষের নানা কামনাকে তৃপ্ত করে। কিন্তু মোক্ষে কোন বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না; কারণ বাসনার উচ্ছেদই মোক্ষ। তাই ধর্ম, অর্থ ও কাম — এই ত্রিবর্গ থেকে মোক্ষের ধারণা অত্যন্ত ভিন্ন বলে মনে হয়।

আরও একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকে বলেছেন যে প্রথম তিনটি পুরুষার্থ বা ত্রিবর্গ যেন মানুষের সামাজিক আদর্শ। অর্থ ও কাম ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম আমাদের যে সমস্ত নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ করে তা মূলতঃ কতকগুলি সামাজিক অনুশাসন। সুতরাং পরোক্ষভাবে ধর্ম নিয়ন্ত্রিত কাম ও অর্থকেও সামাজিক আদর্শ বলে গণ্য করা চলে। অপরপক্ষে মোক্ষ একটি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক আদর্শ। সুতরাং এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী ধর্ম, অর্থ ও কাম — এই ত্রিবর্গ এবং মোক্ষ সমপর্যায়ের নয়।

কিন্তু বিচার করলে দেখা যায় যে মোক্ষ মানুষের জীবনের এমন একটি পর্যায় যেখানে মানুষ সংসারের আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। মোক্ষ মানুষকে

Scanned with CamScanner

জগত থেকে বিযুক্ত করে না, জগতের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে। অনেকে মনে করেন যে মোক্ষের আদর্শ জীবমুক্তি। মোক্ষ জীবন থেকে মুক্তি নয়; বরং মোক্ষ এই জগতেই এমন এক জীবনের সূত্রপাত করে যা নিরাসক্ত, নির্মোহ।

মানুষের জীবন অখণ্ড। তবুও এই জীবন নানা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এক ধারাবারিক প্রবাহের মতো চলে। প্রতিটি পর্যায়েই মানুষের জীবনাদর্শ হল পূর্ণতা। মোক্ষ জীবনে এই পূর্ণতা আনে। যে জীবন মোক্ষ প্রাপ্ত সেই জীবন জগৎকে পরিত্যাগ করেনা। তাই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষ অঙ্গীভূত হয়েছে। আসলে ধর্ম, অর্থ ও কাম মোক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ত্রিবর্গের আর্দশ তাই মোক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে না, বরং তা পূর্ণতর হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner